পরম করুনাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

জাতির উদ্দেশ্যে শহীদ আব্দুর রশীদ গাজীর ঈমানদীপ্ত পয়গাম

হতে পারে এই পয়গাম প্রকাশিত হবার আগেই লাল মসজিদে আমারা শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছি। ট্যাংক কামানসহ ভারি অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত ১৫ হাজার পেশাদার সেনা, সামরিক-আধা সামরিক বাহিনী নিষ্পাপ ছাত্র-ছাত্রীদের পিষে লাল-মসজিদ এবং জামিয়া হাফসা জয় করে ফেলেছে।

যদিও এই মূহুর্তে লালমসজিদ একটি কারবালার রূপ পরিগ্রহ করছে। শহীদানের বিক্ষিপ্ত লাশ, আহতদের আহাজারী, শহীদ করে দেয়া মসজিদের মিনার আর নির্বাক প্রাচীর যেন নিঃশব্দ ভাষায় চিৎকার করে বলছে- ছয় লাখ মানুষের কোরবানীর যে নজরানা দেয়া হয়েছিল এসব কিছু তারই প্রতিদান। তা সত্ত্বেও পুরো দৃশ্যপটে লাল মসজিদের খতীব, হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর প্রানস্পন্দন মাওলানা আব্দুল আজীজের অপ্রত্যাশিত গ্রেফতার ও তাঁকে দিয়ে টেলিভিশন সাক্ষাৎকার ইসলামপ্রিয় জনতার জন্য নিঃসন্দেহে হতাশার কারন হয়েছে। সাধারন মানুষ যারা বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় এবং কিছু গনমাধ্যম যারা বাস্তব তথ্য জানার চেষ্টা না করেই এই কথা ফলাও করে প্রচার করে যাচ্ছে যে, 'মাওলানা আব্দুল আজীজ মৃত্যুভয়ে পালানোর পথ বেছে নিয়েছেন আর অন্যান্য ছাত্রদের গোলাবারুদের মুখে ছেড়ে এসেছেন'।

এ খবরের বস্তুনিষ্ঠতা যাচাইয়ে অনাগ্রহী লোকগুলো বাস্তবতার এই দিকটা একবারও ভাবলেন না যে, যদি মাওলানা আব্দুল আজীজ প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে পালাতেন, তাহলে তিনি নিজ স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, মাকে কেন ছেড়ে আসলেন? তাঁর অন্যান্য সাথী, অবশিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রী আত্মসমর্পনের পথ কেন বেছে নিলো না? আমি মনে করি এই মুহূর্তে বিপক্ষের লোকদের কৈফিয়ত দেয়ার চেয়ে সহানুভূতিপরায়ন আপন লোকদের বিচূর্নহৃদয়ে সান্ত্বার উদ্দেশ্যে জানানো দরকার যে, মাওলানা আব্দুল আজীজ গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। যদিও এই মূহুর্তে তাঁর গ্রেফতারী রহস্যের মোটাপর্দায় ঢাকা পড়ে আছে, কিন্তু সময়ে সে পর্দা অবশ্যই উন্মোচন হবে এবং সত্য উদঘাটিত হবে। আমরা এই কথা ভাল করেই জানি যে, মাওলানা আব্দুল আজীজ জিহাদি কাফেলায় নির্ভীক মুসাফির এবং শাহাদাতের তামান্নায় উদ্বেলিতপ্রান।

তাঁর বিপক্ষে যদি অভিযোগ আনা যায়, তাহলে তা একমাত্র এটাই হতে পারে যে, তিনি এমন কিছু লোকের উপর ভরসা করেছেন যাদের উপর নির্ভর করা তাঁর জন্য এমন এক ভুল ছিল- যার পরিণাম ভোগ না করে উপায় নেই। সত্য এবং বাস্তব ব্যাপার হলো মাওলানা আব্দুল আযীয না মৃত্যুকে ভয় করেছেন , আর না পালানোর

পথ বেছে নিয়েছেন বরং তিনি ওয়াসিয়ত-বার্তা লিখে গোসল করে শাহাদাতের জন্য পূর্ন প্রস্তুত হয়েছিলেন।

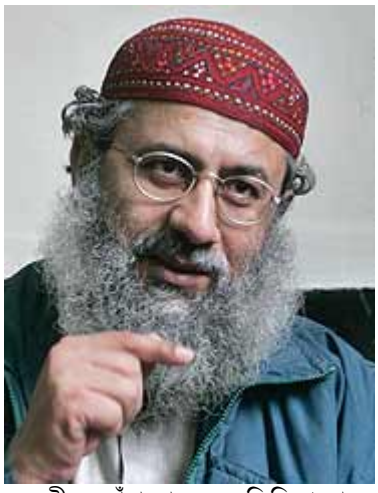

অন্যদের জীবন বাঁচানোর জন্য তিনি পূরো দৃশ্যপটে একঝলক আশার আলো হিসেবে উদয় হতে যাচ্ছিলেন। যাই হোক সত্য প্রকাশ করা সময়ের কাজ এবং আমি নিশ্চিত সময় তাঁর কাজ ঠিকই সম্পাদন করবে। আমি শুধু এতটুকু বলতে চাই- মাওলানা আব্দুল আযীয ও তাঁর সাথীরা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং আল্লাহ্‌র বিধান প্রতিষ্ঠার জন্যই আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। আল্লাহ্‌র বিধানের কাঁটছাট, মসজিদসমূহকে শহীদ করে দেয়া, অশ্লীলতা ও বেহায়পনার আগুন, ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের মনগড়া ব্যাখ্যা, জিহাদের নাম উচ্চারন কারীদের উপর সৈন্য লেলিয়ে দেয়া, মুসলমানদের ধরে ধরে ভেড়া-ছাগলের মতো কাফিরদের হাতে তুলে দেয়া এবং সেক্যুলারিজমের ছড়িয়ে দেয়া আগুন সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। আর এ কারণেই ইসলামী বিধান বাস্তবায়নের সিদ্ধান্তমূলক আন্দোলনের ফয়সালা হয়েছিল।

একথাও পরিষ্কার করতে চাই, অপারেশনকালে জামেয়া হাফসাতে (রা) কোন ছাত্র-ছাত্রীকে কোনরূপ জোর-জবরদস্তি করে আটকে রাখা হয়নি।

এখানে কেবল সেসব লোকই সম্পূর্ন স্বেচ্ছায় অবস্থান করছিলো মাওলানা আব্দুল আযীযের ঈমানদীপ্ত বক্তব্যে যাদের হৃদয়ের দুনিয়া বদলে গিয়েছিল। আমি আরো জানাতে চাই, আমরা এদেশে ইসলামের ন্যায়-ইনসাফ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই, আদালতে ইসলামী বিচার ব্যবস্থা চালু করতে চাই, আমরা চাই অসহায় দরিদ্র লোকেরা যেন ন্যায় বিচারের গ্যারান্টি পায়। ভেজাল, ঘুষ-দুর্নীতি, যুলুম, অশ্লীলতা, স্বজনপ্রীতি-দলীয়করন ইত্যাদির মূলোৎপাটন হোক।

আমরা বিশ্বাস করি এইসব চাওয়া পূরণ হবার জন্য ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাই একমাত্র বিকল্পহীন পথ। এটা আল্লাহ্‌র বিধান ও পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র আর আইনেরও দাবীও। আমরা দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, রূপ-রস সবগুলোর স্বাদ সম্পর্কে ভালভাবে অবগত থাকা সত্ত্বেও পরকালের চিরন্তন সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও অনন্ত জীবনকে প্রাধান্য দিলাম। আমার সাথে যেসব ছাত্র-ছাত্রী আছেন তাদের জযবা দেখে আমার ঈমানের দীপ্তিও বহুগুন বেড়ে যায়।

দুনিয়ার কেউ কেউ আমাদেরকে বিদেশি এজেন্সীর দোসর অথবা পাগল আখ্যায়িত করছে। আজ গোলা ও বারুদের প্রবল বর্ষণ প্রমাণ করছে, আমরা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই লড়ছি। আর নিঃসন্দেহে সত্যপন্থীদের ওপর বিপদ অনিবার্য।

যদি আমাদের আমীর হযরত হোসাইন (রা) নিঃস্ব অবস্থায় শাহাদাত বরন করতে পারেন, আমারাও তাঁর সেই রক্তরাঙ্গা পথের অনুসারী। ইনশা'আল্লাহ্ ইসলামী বিপ্লব এদেশের ভাগ্যলিপি হতে বাধ্য এবং (ইনশা'আল্লাহ্) এই বাগানে ভরা-বসন্ত আসবেই। তখন এ পৃথিবীতে আমরা থাকব না।

বাংলায় নিয়মিত পৃথিবীব্যাপী মুজাহিদদের খবর পেতে বাব-উল-ইসলাম ফোরামের বাংলা বিভাগে চোখ রাখুন।

ফোরামের বাংলা বিভাগ দেখার ঠিকানাঃ

http://bab-ul-islam.net/forumdisplay.php?f=66

ফোরামে যোগ দেওয়ার ঠিকানাঃ

http://bab-ul-islam.net/register.php

বাংলায় বিশুদ্ধ ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের জন্য এই ব্লগটি দেখতে পারেনঃ

http://ansarullah.co.cc/bn/

পরিবেশনায়

মুহাম্মদ বিন কাসিম মিডিয়া